দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৬ ঈসায়ী

ইসলামের ইতিহাস আর্কাইভ - ২০১৬

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৬ ঈসায়ী

সূচিপত্র

কষ্টিপাথর দিলামঃ পরখ করে দেখুন কারা সত্যের উপর অটুট! ৪

কখনো কি শিরকাসিয়া (Circassia) নামটি শুনেছেন? ১৩

ইতিহাসের মহা নায়ক শাইখুল মুজাহিদ উমর মুখতার রহিমাহুল্লাহ এর সংক্ষিপ্ত জিহাদি জীবন। ১৬

ইলম ও জিহাদের সম্মিলনে বিজয়, আর বিচ্ছেদে পরাজয়। ২০

ইতিহাসের পাতা থেকেঃ ২৪

হিন্দুরা কব্জিতে লাল সুতা বাঁধা শুরু করেছিল মুসলিমবিরোধী ঐক্যের প্রতীক হিসেবে ২৪

শাইখ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ এর শাহাদতের প্রকৃত ঘটনা ২৮

ওসামা বিন লাদেন !!! ৩১

সিরিয়া সম্পর্কে শায়খ আরিফীর জ্বালাময়ী ভাষণ ৩৫

কষ্টিপাথর দিলামঃ পরখ করে দেখুন কারা সত্যের উপর অটুট!

qasim

Member

০৩-৩১-২০১৬

কিছু কিছু কথা বা ছোট ছোট লেখার মধ্যে আল্লাহ্* কখনো কখনো এমন কিছু ঢেলে দেন যে তা অনন্ত যৌবন লাভ করে। কোনো প্রকার জরা-জীর্ণতা কখনোই তাকে আর স্পর্শ করতে পারে না। খুব অনুভূতি হয়তো এগুলোতে নাও থাকতে পারে কিন্তু নিষ্ঠাবান শ্রোতা বা পাঠকের জীবনে এগুলো ঘূর্ণি ঝড়ের মত একটা ইউ-টার্ন ঘটিয়ে দেয়। গত চৌদ্দশ বছরে আল্লাহ্*র অনেক প্রিয় বান্দা এই ধরনের অনেক কথা বলে গেছেন। আমাদের যামানায় শাইখ আবদুল্লাহ্* আযযাম, শাইখ ইউসুফ আল উয়াইরি, শাইখ আওলাকি রহিমাহুল্লাহ্*র কিছু কথাও আমার কাছে ঠিক তেমনই মনে হয়েছে। আল্লাহ্* এই তিনজনেরই শাহাদাতকে কবুল করুন। আমিন। আবার জীবিতদের মধ্যে শাইখ আবু কাতাদা আল ফিলিস্তিনি, শাইখ মাকদিসি হাফিযাহুমুল্লাহ্*র কথা থেকেও ঠিক তেমন অনুভূতি পেয়ে আসছি। আল্লাহ্* তাদেরকে তাঁর দুশমনদের হাত থেকে হেফাযত করুন এবং আমাদেরকে তাদের ইলম দ্বারা অনেক বেশী উপকৃত হবার তৌফীক দান করুন। আমিন।

দীর্ঘ দেড় দশকের বেশী সময় থেকে এইসব সত্যবাদীদের কথা এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে তাদের নিষ্ঠাবান জীবনের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে এসেছি। তাদের বিভিন্ন মূল্যবান কথা থেকে যৎসামান্য যে কয়টা মণিমুক্তো কুড়োবার তাওফিক পেয়েছি তা দিয়ে নিজের জন্য ছোট ছোট মালা বানিয়ে আমার পকেট-নোটপ্যাডে টুকে রাখা আমার একটা নিয়মিত অভ্যাস। সময় পেলে একাকি এইসব নোট খুলে বারবার দেখা আর সিনার ভেতর খোদাই করে রাখার চেষ্টাতো আছেই। বিভিন্ন মজমায় প্রায়ই যেহেতু আমাকে “সঠিক মানহাজ কি এবং হক্বপন্থী কারা” টাইপ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়; তাই এ বিষয়ক মুযাকারার স্বার্থে বহুদিন।

আগেই সেরকমই একটা ছোট নোট লিখে রেখেছিলাম। এই নোট থেকে ঘন্টার পর ঘন্টা ধারাবাহিক মুযাকারা করার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। পরে সম্ভবত ২০০৭-২০০৮ সালে আমি এটা ব্লগ আকারে পাবলিশ করি। ২০১১ সালে আম্রিকি

মোড়লদের ইশারায় আমাকে প্রথমে মিশরে পরে তুর্কিতে এবং সবশেষে নিজ দেশে বন্দী করার পর আমার অতি অখ্যাত 'বান্দারেজা' সাইটটা বন্ধ করে দেয়া হয়। এতে আমার প্রায় সব লেখাই হাতছাড়া হয়ে যায়। পরবর্তীতে দীর্ঘদিনের বন্দী এবং গুম নাটকের প্রাথমিক পর্ব শেষে বিভিন্ন ব্লগ থেকে এবং অন্যান্য সোর্স থেকে কিছু কিছু লেখার সম্পূর্ণ অথবা খণ্ডাংশ উদ্ধার করা সম্ভব হলেও এই লেখাটার কোনো হদিসই মিলছিলো না। অথচ বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, জেল থেকে বের হবার পর ঠিক এই লেখাটাই পুনরায় পাবলিশের জন্য আমার ইনবক্সে সবচেয়ে বেশী অনুরোধ পেয়েছি। পুরোনো পাঠকদের মন্তব্য থেকে মনে হচ্ছিলো যেন আমি শুধু জীবনে মাত্র এই একটি লেখাই লিখেছি! যেন ঠিক এই লেখাটার কারণেই মানুষ আমাকে বান্দা রেজা নামে চেনে! ব্যাপক বিস্ময়ের সাথে বুঝার চেষ্টা করেছি কেন অধমের এই লেখাটাকে তারা এতটা গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। আল্লাহই এই রহস্যের ব্যাপারে সম্যক অবগত।

আলহামদুলিল্লাহ্* কিছুদিন আগে একাধিক ভাই লেখাটা সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিঞ্চিৎ সম্পাদনের পর আপনাদের খিদমতে বিনয়ের সাথে আবার তা হাজির করলাম। তুচ্ছ বান্দার সামান্য এই লেখাটা দিয়ে যদি আল্লাহ্* কারো জীবনে সামান্যতমও কোনো ফায়দা পৌঁছান তবে বান্দা হিসেবে আমি তাঁর কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকব।

উম্মাহর একটি দল সব সময় হকের উপর লড়াইরত থাকবে

উম্মাহর একটি দল সব সময় হক্কের উপর লড়াইরত থাকবে

কষ্টিপাথর দিলামঃ পরখ করে দেখুন কারা সত্যের উপর অটুট!

স্বর্ণকাররা যেমন শুধু কারো কথার উপর নির্ভর না করে খাঁটি সোনা পরখ করতে কষ্টিপাথর ব্যবহার করে থাকেন, তেমনি বিভিন্নরকম ইসলামী দলের হক্কপন্থী হবার মৌখিক দাবীর উপর নির্ভর না করে হক্কপন্থীদের চিনে নিতে আল্লাহ্ তাআলাও দয়া করে আমাদেরকে কিছু দালিলিক কষ্টিপাথর দিয়েছেন, যেন আমরা বিভ্রান্ত না হই। আজ শিয়া, কাদিয়ানী বা পথভ্রষ্ট সুফীদের কথা বাদ দিলেও আহ্*লুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আর মধ্যেই বিভিন্ন দল বিভিন্ন ব্যানার নিয়ে বলছে যে আমরাই হক্ক, আমাদের পন্থাই হক্ক পন্থা, কেউ বলছে আমাদের আন্দোলনই একমাত্র ঈমানী আন্দোলন, আবার কেউ বলছেন, সলিউশান ফর দা হিউম্যানিটি, এতসব

দাবীদারদের মধ্য থেকে কাকে আমরা বেছে নেবো? চলুন দেখে নিই আমাদের কষ্টিপাথর কী বলে।

এধরণের পরিস্থিতিতে ঈমানদারদের হিফাজত করার জন্য আল্লাহ্ তাআলা কুরআনের কিছু আয়াতকে এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কিছু হাদীসকে কষ্টিপাথরের মতো উপস্থাপন করেছেন। এই সব কষ্টিপাথর দিয়ে আমরা চাইলে সহজেই হক্কপন্থীদেরকে শনাক্ত করতে পারি। এ পর্যায়ে আমরা সত্যিকার হক্কপন্থীদের বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করার জন্য কুরআন-হাদিসে যেসব কষ্টিপাথর দেয়া হয়েছে তা থেকে কিছু উপস্থাপন করবো।

যারা হকের উপর আছেন কুরআনে তাদের নিদর্শনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে থেকে তারা যদি দ্বীন থেকে ফিরে যায় তাহলে অচিরেই আল্লাহ এক এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা ঈমানদারদের প্রতি হবে বিনম্র এবং কাফেরদের প্রতি হবে কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ-তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী। (সুরা মাইদাঃ ৫৪)

এখানে আল্লাহ তাআলা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত জামা'আতের যে সিফাতগুলো বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে

১ – আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসবেন

২ – তারা আল্লাহকে ভালবাসবে

৩ – তারা মুমিনদের প্রতি বিনম্র হবে

৪ – তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে

৫ – তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত থাকবে এবং

৬ – তারা নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবে না

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত ছয়টি গুণকে আল্লাহ্* তাআলা দ্বীন বলে আখ্যায়িত করেছেন। যখনই কেউ দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে আল্লাহ্* খুব দ্রুতই তাদেরকে সরিয়ে দিয়ে অন্য কোনো জাতিকে তাদের স্থানে নিয়ে আসবেন। তবে যাদেরকেই আনবেন তাদের মধ্যে এই গুণগুলো অবশ্যই থাকবে। অর্থাৎ এই গুণ বিশিষ্ট দলটিকে আল্লাহ্* তাআলা সবসময় বলবৎ রাখবেন।

বুদ্ধিমান এবং ঈমানদারের জন্য এই একটি আয়াতই যথেষ্ট। সত্যবাদীরা বলুন তো, এই আয়াত অনুসারে আমাদের সময়ের হক্বপন্থীদের খুঁজে বের করা কি খুব কঠিন? এই একটি আয়াত নিয়েও যদি সত্য অনুসন্ধানীরা কিছু পড়াশোনা করেন তাহলে অবশ্যই বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলনের নামে ভ্রান্ত দলগুলোর ধোঁকা থেকে বেঁচে থেকে সঠিক দলকে খুঁজে নিতে সক্ষম হবেন। আল্লাহ্ যদি এই অধমকে তাওফিক দান করেন তবে খুব শীঘ্রই এই আয়াতে বর্ণিত প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যের বিস্তারিত ব্যাখায় নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মতামত আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করবো ইনশা আল্লাহ্।

হাদীসের ভাষায় সত্যপন্থীদের বর্ননাঃ

আলোচনা সংক্ষিপ্ত রাখার স্বার্থে আমি শুধু দু'একটি হাদীস উল্লেখ করছি। আশা করি সত্যিকার ঈমানদারগণ উপকৃত হতে পারবেন ইনশা আল্লাহ্।

১ – সালামাহ বিন নুফাইল (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম, এমন সময় একজন লোক এসে তাকে বললেনঃ ইয়া রাসুলুল্লাহ, ঘোড়াগুলোকে (জিহাদের জন্য ব্যবহার না করে আস্তাবলে রেখে দিয়ে) অপদস্থ করা হচ্ছে এবং অস্ত্র নামিয়ে রাখা হয়েছে, আর কিছু লোক বলাবলি করছে যে, আর জিহাদ করতে হবে না, জিহাদ শেষ হয়ে গিয়েছে! রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

كَذَبُوا الآنَ الآنَ جَاءَ الْقِتَالُ وَلاَ يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ وَيُزِيغُ اللَّهُ لَهُمْ قُلُوبَ أَقْوَامٍ وَيَرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَحَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ وَالْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

তারা মিথ্যা বলছে! জিহাদ তো কেবল শুরু হয়েছে, আমার উম্মাতের একটি দল আল্লাহর পথে জিহাদ করতেই থাকবে। বরং আল্লাহ মানুষের মধ্য থেকে কারো কারো হৃদয়কে বক্র করে দিবেন যাতে তারা তাদের বিরদ্ধে লড়াই করতে পারে এবং এবং এই কিতাল থেকে তাদেরকে তিনি রিযক্ব দান করবেন যতক্ষণ না ক্বিয়ামাত কায়েম হয় এবং আল্লাহ্*র ওয়াদা এসে যায়। ঘোড়ার কপালে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত রহমত থাকবে (সুনান নাসায়ি, হাদিস নং ৩৫৬১ – সাহিহ)

দেখুন যারা বলে এই যামানায় জিহাদের দরকার নেই তারা কতবড় মিথ্যুক। বরং জিহাদকে চালু রাখার স্বার্থে আল্লাহ্* কারো কারো হৃদয়কে বক্র পর্যন্ত করে দেবেন। আর ন্যূনতম বোধ-বুদ্ধি রাখে এমন কাউকে আশা করি এটা আর ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলতে হবে না যে এখানে সেই জিহাদের কথা বলা হয়েছে যেখানে ঘোড়া এবং অস্ত্র ব্যবহার করা হয়, নফস বা অন্য কিছু নয়। আর হক্কের উপর এই লড়াই (**يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ**) কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। চাই খিলাফাহ থাক আর না থাক। চাই ইসলামী রাষ্ট্র থাক আর না থাক। তাই 'ইসলামী-রাষ্ট্র' বা 'খলীফাকে' যারা জিহাদের জন্য পূর্বশর্ত হিসাবে জুড়ে দিয়েছেন তাদের যুক্তি কতটা সঙ্গত?

ইমাম মুসলিম (রহঃ) এই প্রসঙ্গে তাঁর সাহীহ মুসলিম গ্রন্থের 'কিতাবুল ইমারাহ' মধ্যে "উম্মাহর একটি দল সব সময় হক্কের উপর লড়াইরত থাকবে" শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করেছেন।

২ – জাবির ইবনে সামুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ

এই দ্বীন সর্বদা কায়েম থাকবে। মুসলমানের একটি দল এই দ্বীনের সংরক্ষণের জন্য কিয়ামাত পর্যন্ত কিতাল (يُقَاتِلُ যুদ্ধ) করতে থাকবে। (সাহিহ মুসলিম; কিতাবুল ইমারাহ অধ্যায়, হাদিস নং ৪৭১৭, ই.ফা. ৪৮০০)

দেখুন যারা বলে দ্বীন সম্পূর্ণ মিটে গিয়ে পরিপূর্ণ জাহিলিয়াত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; অতএব আমাদেরকে আবার নতুন করে শূন্য থেকে শুরু করতে হবে, তাদের দাবী কতটা ভ্রান্ত। আসলে দ্বীন কায়েমই আছে, আমদের শুধু নিজেকে তাদের সাথে কাতারবদ্ধ করতে হবে যারা দ্বীনের সংরক্ষণের জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন। একটু আন্তরিক ভাবে খুঁজে দেখুনতো কারা সেই দল।

৩ – জাবির ইবন আব্দুল্লাহ্* (রাঃ) বলেন, আমি রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

আমার উম্মাতের একটি ত্বইফা (অল্পসংখ্যক লোক বিশিষ্ট দল) কিয়ামাত পর্যন্ত হক্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কিতাল (যুদ্ধ) করতে থাকবে। এবং তারা বিজয়ী থাকবে। (সাহিহ মুসলিম; কিতাবুল ইমারাহ অধ্যায়, হাদিস নং ৪৭১৮, ই.ফা. ৪৮০১)

এই ত্বইফার (طَائِفَةٌ) অস্তিত্ব যদি কিয়ামাত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে তাহলে আমাদের এই যুগেও অবশ্যই তা থাকবে। খুব কি কষ্ট হচ্ছে তাদের চিহ্নিত করতে? কেউ কেউ বলেন জিহাদ/কিতালের বা ত্বইফার জন্য খলীফা বা আমীরে-আম একটি পূর্বশর্ত। সেক্ষেত্রে তাইফা বা কিতাল যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে তাহলে তাদের শর্ত অনুযায়ী সেই তাইফা বা কিতালের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত একজন আমিরে-আম বা খলীফাও থাকতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে তারা যদি সত্যবাদী হয় তবে হাজির করুক তাদের কল্পিত সেই আমিরে-আম বা খলীফা।

৪ – ইয়াজিদ ইবনে আসেম (রাঃ) বলেন, আমি মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানকে মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। এটা ছাড়া আর কোনো হাদীস আমি তাকে বর্ণনা করতে শুনিনি।

মুয়াবিয়া (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَلاَ تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন। মুসলমানের একটি দল সর্বদা হক্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কিতাল (যুদ্ধ) করতে থাকবে এবং তাদের বিরোধীদের উপর কিয়ামাত পর্যন্ত বিজয়ী থাকবে। (সাহিহ মুসলিম; কিতাবুল ইমারাহ অধ্যায়, হাদিস নং ৪৭২০, ই.ফা. ৪৮০৩)

সুবহানআল্লাহ্*, দেখুন এই যামানাতেও যারা স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে সামান্য একে-৪৭ নিয়ে হক্ব প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন তাদের অবস্থা। গোটা পৃথিবীর সকল পরাশক্তি এবং তাদের দোসররা সম্মিলিত ভাবেও তাদের সামান্যতম কাবু করতে পারছে না। বরং তাদের ভয়ে পুরো কাফের-মুনাফিক্বদের প্রাণ আজ প্রায় ওষ্ঠাগত। এর পরেও যারা বুঝবো না বলে মনে মনে পণ করে বসে আছেন তাদের থেকে আমরা সম্পূর্ণ দায়মুক্ত ইনশা আল্লাহ্*।

৫ – আব্দুর রাহমান ইবনে শুমাসাহ আল মাহরি বলেন, আমি মাসলামা ইবনে মাখলাদের নিকট ছিলাম, এ সময় আব্দুল্লাহ ইবনে আমার ইবনুল আস (রাঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্টতম লোকগুলো যখন পৃথিবীর বুকে অবশিষ্ট থাকবে তখনই ক্বিয়ামাত হবে। তারা জাহিলী যুগের লোকদের চেয়েও নিকৃষ্ট হবে। তারা আল্লাহর কাছে যা-ই চাইবে তাই তাদের দেয়া হবে। আব্দুর রাহমান ইবনে শুমাসাহ বলেন, তারা এই আলোচনায় রত ছিলেন এমন সময় উকবা ইবনে আমের (রাঃ) সেখানে উপস্থিত হলেন। মাসলামা তাকে বললেন, হে উকবা! আব্দুল্লাহ কী বলছে শুনুন। জবাবে উকবা (রাঃ) বলেনঃ তিনি অনেক অভিজ্ঞ। তবে আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ

لاَ تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ

আমার উম্মতের একদল লোক সর্বদা আল্লাহর হুকুমের উপর অবিচল থাকার জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে ক্বিতাল (লড়াই) করতে থাকবে। যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা

তাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। এভাবে কিয়ামাতের মুহূর্ত এসে যাবে এবং তারা হক্ব প্রতিষ্ঠায় শত্রুর মোকাবেলা করতে থাকবে।

আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। অতঃপর আল্লাহ এমন এক বায়ু প্রবাহিত করবেন যা কস্তুরীর মতো সুগন্ধযুক্ত এবং রেশমের মতো মোলায়েম। অতঃপর তা এমন কোনো ব্যক্তিকে অবশিষ্ট রাখবে না যার অন্তরে সামান্য পরিমাণও ঈমান আছে। তা তাদের সবাইকে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়ে দিবে। অতঃপর পৃথিবীতে কেবল নিকৃষ্টতম লোকগুলোই অবশিষ্ট থাকবে। আর তাদের উপর ক্বিয়ামাত কায়েম হবে। (সাহিহ মুসলিম; কিতাবুল ইমারাহ অধ্যায়, হাদীস নং ৪৭২১, ই.ফা. ৪৮০৪)

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই ঠিক বলেছেন, "যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না।" কোনো বোমারু বিমান বা চোরাগোপ্তা ড্রোন তাদের সামান্যতম ভীত করতে পারবে না। সাদাকালো-হলুদ মিডিয়া অথবা কোনো দরবারি ফতোয়া তাদের মনোবল এতটুকুও কমাতে পারবে না। আন্তর্জাতিক সমঝোতার প্রলোভন কিংবা নানারকম হুমকি-ধামকির কোনোটাই তাদের প্ররোচিত করতে পারবে না।

আমরা তাদের স্বীকৃতি দেই আর নাই দেই তাতে তাদের কিছুই যায় আসে না (১) আল্লাহ্* তাদের ঠিকই ভালবাসেন আর (২) তারাও আল্লাহ্*কেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন। (৩) তারা নিজেদের রক্ত দিয়ে হলেও মুমিনদের রক্ষায় বিনম্র (৪) আর বি-৫২ বিমানের বিরুদ্ধে একে-৪৭ দিয়ে হলেও কাফেরদের প্রতি কঠোর। (৫) কেউ তাদের সহযোদ্ধা না হলেও তারা ঠিকই নির্ভীক চিত্তে জিহাদের ময়দানে অবিচল এবং (৬) রাম-সাম, যদু-মধু কারো নিন্দারই পরোয়া করার সময় তাদের নেই। এটা তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ যা তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী। আমরা তাঁর কাছেই হেদায়াতের প্রাচুর্য এবং দিশার জ্ঞান চাই। আবার একবার মিলিয়ে দেখুন সুরা মা'ঈদার ৫৪ নং আয়াত। মিলিয়ে দেখুন উল্লেখিত সবকটা হাদীস। দেখুন কাদের সাথে এর সবগুলো হুবহু মিলে যায়। খুবকি কঠিন? খুবকি অস্পষ্ট? নাকি দেখেও দেখতে চাচ্ছেন না?

এবার বিবেকবানদের বলছি, সত্য জানার এবং বুঝার জন্য সাত আসমানের উপর থেকে নাযিলকৃত ওহীর ইলমের উপর অর্থাৎ কুরআন এবং সহীহ হাদিসের উপর

নির্ভর করুন। তাহলে অবশ্যই নিরাপদ থাকবেন। নিজের অথবা অন্য কারো কল্পনা প্রসূত আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখুন। হয় সত্য বলুন, না হয় চুপ থাকুন। ধোঁকাবাজ নফস অথবা ভীতি প্রদর্শনকারি বাতিলের প্রভাবে ভ্রান্তি ছড়াবেন না। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে সঠিক পথ দেখান এবং সঠিক পথে অবিচল থাকার তাওফিক দান করুন (আমিন)।

ওয়াসসালাম
বান্দা রেজা

Collected:

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?২২৫৮

কখনো কি শিরকাসিয়া (Circassia) নামটি শুনেছেন?

rafsan

Junior Member

০৫-২৪-২০১৬

কখনো কি শিরকাসিয়া (Circassia) নামটি শুনেছেন? গত ২১ মে পার হয়ে গেল শিরকাসিয়ান গণহত্যা ও গণনির্বাসন দিবস। শিরকাসিয়া ককেশাসের (চেচনিয়া-দাগেস্তান-জর্জিয়া) উত্তর-পশ্চিমাংশে কৃষ্ণ সাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল। অধিকাংশ শিরকাসিয়ানই হলেন হানাফি মাজহাবের সুন্নী মুসলিম। শিরকাসিয়ানরা চেচেন, উসমানীয় তুর্কি আর ক্রিমিয়ান তাতারদের দাওয়াতে মুসলিম হয়।

শিরকাসিয়ার অবস্থান উনবিংশ শতাব্দীতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাদের অবস্থান ছিল তিনটি বিশাল সাম্রাজ্যঃ উসমানী, পারস্য আর রাশিয়ানদের মাঝে। কিন্তু স্বাধীনচেতা হওয়ায় তারা একরকম স্বাধীন ছিল। যদিও তাদের উসমানীয় খিলাফতের প্রতি বায়াহ ছিল, তবুও সেখানে উসমানীয়রা কোন ওয়ালি (গভর্নর) নিয়োগ দেননি। সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতেন স্থানীয় গোত্রপতিরা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া এ অঞ্চলকে দখল করার তোড়জোড় শুরু করে, এ অঞ্চল দখল করতে পারলে কৃষ্ণ সাগরের একটা বড় অংশের নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে চলে যেত। রাশিয়া-শিরকাসিয়ান যুদ্ধ তৎকালীন কনভেনশনাল ওয়্যারফেয়ারের মতো ছিলোনা। রাশিয়ার লক্ষাধিক সৈন্যকে খোলা ময়দানে মোকাবেলার মতো জনবল শিরকাসিয়ানদের ছিলোনা। গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে তারা রাশিয়ানদের পরাস্ত করে। এর বিপরীতে রাশিয়ানরা একস্থানে দুর্গ তুলতো; আর দুর্গে কোনরূপ গেরিলা হামলা হলে পাশের কোন গ্রামে গিয়ে সবাইকে হত্যা করে পুরো গ্রামে আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করে দিতো। ১৮১০ সালে এরুপ ২০০ গ্রাম ধ্বংস করে দেয়া হয়। শিরকাসিয়ানদের ব্যর্থতার অন্যতম মূল কারণ ছিল তাদের মধ্যে অনৈক্য ও বিভিন্ন গোত্রের মাঝে সদ্ভাবের অভাব। উসমানীয়রা একবার একজনকে প্রেরণ করেছিল ওয়ালি হিসেবে; সেই ব্যক্তি চেষ্টা করেছিলেন

বিভিন্ন গোত্রকে উসমানীয় খিলাফার ব্যানারে একত্র করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটা সুসংবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন।

১৮২৮-২৯ সালের যুদ্ধে উসমানীয়রা রাশিয়ার নিকট পরাজিত হলে কৃষ্ণ সাগরে শিরকাসিয়ার সকল বন্দর রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। শিরকাসিয়ানরা রাশিয়ার মোকাবেলায় একা হয়ে যায়। তারপরও তারা দাগেস্তানের ইমাম শামিল (রঃ) এর সহযোগিতায় অনেক বছর রাশিয়ানদের আটকে রাখতে সক্ষম হন। সর্বশেষ ২১ মে ১৮৬৪ সালে তাদের চূড়ান্ত পরাজয় হয়। হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়। রাশিয়ার অফিশিয়াল জারিস্ট ডকুমেন্টে উল্লেখ করা হয় যে প্রায় ৪ লাখ শিরকাসিয়ান নিহত হন। ২০১৪ সালে শীতকালীন অলিম্পিকের আয়োজক ছিল রাশিয়া। সোচি অলিম্পিক নামে খ্যাত শিরকাসিয়ার সোচিতে তারা যে অলিম্পিক ভিলেজ নির্মাণ করেছিল তা ছিল সেই গণহত্যার গণকবরের উপর।

জীবিতদের ক্ষেত্রে রাশিয়ার পরিকল্পনা ছিল তাদের বসবাস অনুপোযোগী সাইবেরিয়ায় গণনির্বাসন দেয়া। আরও গণহত্যা থামাতে উসমানীয়রা রাশিয়াকে অনুরোধ করে তাদের যেন উসমানীয় খিলাফায় মাইগ্রেট করার সুযোগ দেয়া হয়। জারকে তার সেনাপতিরা বলে, "এসব লোকেরা মৃত্যুর জন্য মাথা পেতে দিবে তবু রাশিয়ার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করবেনা", জার রাজি হয়। উসমানীয়রা নৌযান সরবরাহ করে। কিন্তু তার সংখ্যা ছিল অপ্রতুল। কোন কোন জাহাজে ১৮০০ মানুষ পর্যন্ত একসাথে ওঠে। গাদাগাদি করে অমানবিক পরিস্থিতে তারা কৃষ্ণ সাগর পাড়ি দেয়, অভারলোড হয়ে অনেক নৌকা সাগরেই ডুবে যায়। অনেকটা আমাদের সময়ের রোহিঙ্গা বা ইউরোপে ম্যাস মাইগ্রেশনের মত। রাশিয়ার ডকুমেন্ট অনুযায়ী ৪ লাখ ৯৭ হাজার শিরকাসিয়ান আনাতোলিয়ায় (তুরস্ক) নির্বাসিত হয় আর মাত্র আশি হাজার সেখানে বাকী থাকে। এসব মুহাজিররা কসভো, সিরিয়া, ইরাক,জর্ডানসহ উসমানীয় খিলাফতের বিভিন্ন স্থানে সেটেল্ড হয়। জর্ডানের রাজধানী আম্মানের গোড়াপত্তন হয় এই শিরকাসিয়ান মুহাজিরদের হাত ধরে। অনেক শিরকাসিয়ান পরবর্তীতে তুরস্কে বড় বড় পদে আসীন হন।

বর্তমানে শিরকাসিয়ান জনসংখ্যার প্রায় ৯০ ভাগ বসবাস করেন তুরস্কে, মাত্র কয়েক লাখ এখন রাশিয়ার অধীনে থাকেন। রাশিয়া সে এলাকায় অনুগত আর্মেনীয়/জর্জিয়ান খ্রিষ্টানদের নিকট জমি বন্টন করে দেয়। যে ভূমিতে মুসলিমেরা

ছিল প্রবল , প্রতাপ সে এলাকায় তারা আজ সংখ্যালঘু। তাদের সে রাষ্ট্রকে আনুগত্য করতে বাধ্য করা হয় যে তাদের লক্ষ লক্ষ পূর্বপুরুষকে হত্যা করেছে। ঋণের খাতায় অনেক নাম; সেই আন্দালুসিয়া থেকে মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র।

source:
https://www.facebook.com/beroshik১৩/...০৪৬৮২৬৫৬৮২৬০১৩

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?২৯১৬

ইতিহাসের মহা নায়ক শাইখুল মুজাহিদ উমর মুখতার রহিমাহুল্লাহ এর সংক্ষিপ্ত জিহাদি জীবন।

umar mukhtar

Senior Member

০৯-১৬-২০১৬

শাইখুল মুজাহিদ উমর মুখতার রহিমাহুল্লাহ

জন্ম ২০ অগাস্ট ১৮৬১, জানযুর, সিরেনিকা

মৃত্যু ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ (৭০ বছর), সুলুক, ইতালি অধীকৃত লিবিয়া

শাইখুল মুজাহিদ উমর মুখতার রহিমাহুল্লাহ (১৮৬২-১৬ সেপ্টেম্বর,১৯৩১) লিবিয়ার সিরেনিকায় জানযুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১২ সাল থেকে শুরু করে প্রায় বিশ বছর তিনি লিবিয়ায় ক্রুসেডর ইতালীয় ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেন। ১৯৩১ সালে তিনি ইতালীয়দের হাতে গ্রেপ্তার হন এবং তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়।

জীবন

শায়েখ পূর্ব সিরনিকার আল-বুতনান জেলায় জানযুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি পিতৃমাতৃহীন হন। স্থানীয় মসজিদে তিনি প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ করেন। সেনুসি আন্দোলনের মূলকেন্দ্র জাগবুবের সেনুসি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ৮ বছর শিক্ষালাভ করেন। ১৮৯৯ সালে চাদে ফরাসীদের প্রতিহত করার জন্য রাবিহ আযযুবায়েরের সাহায্যার্থে অন্য সেনুসিদের সাথে তাকে চাদে পাঠানো হয়।

ক্রুসেডর ইতালীয় আক্রমণ

১৯১১ সালে ইতালী-তুর্কী যুদ্ধের সময় অ্যাডমিরাল লুইগি ফারাভেলির নেতৃত্বে ইতালীয় নৌবাহিনীর একটি দল লিবিয়ার উপকূলে পৌছায় যা তৎকালে উসমানীয় তুর্কীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। তুর্কী প্রশাসন ও সেনাদেরকে তাদের অধীনস্থ অঞ্চল ইতালীয়দের কাছে ছেড়ে দিতে বলা হয়। কিন্তু তুর্কী ও তাদের লিবিয় মিত্ররা আত্মসমর্পণের পরিবর্তে লিবিয়ার অভ্যন্তরে চলে যায়। ইতালীয়রা তিন দিন পর্যন্ত শহরে গোলাবর্ষণ করে। এরপর অধিকৃত অঞ্চলকে ইতালীর অধীনস্থ বলে ঘোষণা

করা হয়। এই ঘটনা ইতালীয় ঔপনিবেশিক সেনাবাহিনী এবং শায়েখ ওমর মুখতারের মুজাহিদ বাহিনীর মধ্যে জিহাদের সূচনা করে।

গেরিলা যুদ্ধ

পেশাগত দিক থেকে কুরআন শিক্ষক হলেও শায়েখ রহিমাহুল্লাহ মরুভূমিতে যুদ্ধকৌশল বিষয়ে দক্ষ ছিলেন। স্থানীয় ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে তার সম্যক ধারণা ছিল। তার এই জ্ঞানকে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রুসেডর ইতালীয়দের বিরুদ্ধে কাজে লাগান। এই ইতালীয়রা মরু অঞ্চলে যুদ্ধের সাথে পরিচিত ছিল না। শায়েখ তার ছোট সৈন্যদল নিয়ে সফল গেরিলা আক্রমণে সক্ষম হন। আক্রমণের পর তার বাহিনী মরুভূমিতে আত্মগোপন করত। তার বাহিনী দক্ষতার সাথে বিভিন্ন সামরিক স্থাপনা, সৈন্যবহরের উপর আক্রমণ চালায় এবং যোগাযোগ ও সরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তার গেরিলা পদ্ধতির লড়াইয়ে ইতালীয় সৈনিকরা পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে।

ইতালীয় গভর্নর আর্নেস্ট বমবেলি ১৯২৪ সালে জেবেল আখদারের পার্বত্য অঞ্চলে পাল্টা গেরিলা বাহিনী গঠন করেন যা জিহাদিদের উপর বেশ কয়েকটি আক্রমণ পরিচালনা করে। শায়েখ দ্রুত তার কৌশল পাল্টান এবং মিশর থেকে সাহায্য লাভে সমর্থ হন। ১৯২৭ সালের মার্চে ইতালীয়রা জাঘবুব দখল করে। ১৯২৭ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত মুখতার সানুসি বাহিনীকে পুনর্গঠিত করেন। তার দক্ষতার কারণে ইতালীয় ক্রুসেডর গভর্নর জেনারেল আটিলিয়ো তেরুজ্জি শায়েখকে "ব্যতিক্রমী স্থীরচিত্ত ও অটল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন" বলে উল্লেখ করতে বাধ্য হয়।

১৯২৯ সালে পিয়েত্রো বাদোগলি গভর্নর হিসেবে নিয়োগ পায়। ওমর মুখতারের সাথে আলোচনায় তাকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়। সেই বছরের অক্টোবরে মুখতার এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন এবং ইতালীয় সেনানায়ক রডোলফো গ্রাজিয়ানির সাথে ব্যাপক যুদ্ধের জন্য লিবিয় মুজাহিদদের পুনরায় সংগঠিত করেন।

জুনে পরিচালিত সেনা অভিযানে গ্রাজিয়ানির বাহিনী শায়েখের মুজাহিদ বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়। পিয়েত্রো বাদোগলি, এমিলো দা বোনো ও বেনিতো মুসোলিনির সাথে গ্রাজিয়ানি শায়েখের প্রতিরোধ ভেঙে দিতে পরিকল্পনা করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী সহস্রাধিক মানুষকে উপকূলবর্তী কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে

আসা হয়, গিয়ারাবুবে উপকূল থেকে লিবিয়া ও মিশরের সীমানা বন্ধ করে দেয়া হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল যাতে জিহাদিরা কোনো বিদেশী সাহায্য না পায় এবং স্থানীয় জনতার সমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়। সানুসিদের প্রতিরোধে গ্রাজিয়ানির এই পরিকল্পনা সফল হয়। জিহাদিরা সাহায্যবঞ্চিত হয় এবং ইতালীয় বিমান দ্বারা আক্রান্ত হয়। স্থানীয় মুনাফিক, গাদ্দার, চর ও ক্রুসেডরদের সহায়তাকারীদের সাহায্যে ইতালীয় বাহিনী স্থলযুদ্ধেও জিহাদিদের উপর আধিপত্য স্থাপন করে। ঝুকি সত্ত্বেও শাইখুল মুজাহিদিন উমর মুখতার রহিমাহুল্লাহ জিহাদ চালিয়ে যান। ১৯৩১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তাকে অতর্কিত আক্রমণ করে প্রেপ্তার করা হয়।

জিহাদিদের চূড়ান্ত প্রতিপক্ষ, জেনারেল রডোলফো গ্রাজিয়ানির বর্ণনামতে : "মাঝারি উচ্চতা, সুঠাম, সাদা দাড়ি গোফ বিশিষ্ট ব্যক্তি। ওমর মুখতার ছিলেন প্রত্যুৎপন্নমতি সম্পন্ন, ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞানী, শক্তিসম্পন্ন ও ক্ষীপ্র ব্যক্তি, স্বার্থ ও আপোষহীন। তিনি খুব ধার্মিক ও দরিদ্র ছিলেন যদিও তিনি ছিলেন সেনুসিদের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে।"

শাহাদাত

ইতালীয় ক্রুসেডর ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে শায়েখ উমর মুখতার রহিমাহুল্লাহ এর প্রায় ২০ বছরব্যাপী লড়াই ১৯৩১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তার প্রেপ্তারের মাধ্যমে সমাপ্তি লাভ করে। স্লোনটার নিকটে যুদ্ধে তিনি আহত অবস্থায় প্রেপ্তার হন। তাকে প্রেপ্তারে সাহায্য করায় স্থানীয় মুনাফিক নেতাদেরকে পুরষ্কৃত করা হয়। তার দৃঢ়তা জেলারের উপর প্রভাব ফেলে।

মাত্র তিন দিনের মধ্যেই শায়েখ উমর মুখতার রহিমাহুল্লাহ এর বিচার সম্পন্ন হয়। বিচারে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং ১৪ সেপ্টেম্বর রায়ে তাকে প্রকাশ্যে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ডের আদেশ দেয়া হয়। শেষ কথা জানতে চাওয়া হলে মুখতার কুরআনের আয়াত "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন" (আমরা আল্লাহর জন্য এবং তার কাছেই ফিরে যাব) পাঠ করেন। ১৯৩১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর সুলুকের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে শক্তিহীন মুসলমানদের সামনে শায়েখকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। শাহাদাতের সময় তার বয়স ছিল সত্তর বছর।

পরিশিষ্ট।

শায়েখ রহিমাহুল্লাহর জিহাদি জীবনের ইতিহাস জানতে পড়ুন-

১/ মরুসিংহ, মদিনা পাবলিকেশন্স। (উপন্যাস)

২/ মক্কার পথে- মুহাম্মাদ আসাদ (ইংরেজি the road to moqqah নামক ঐতিহাসিক বই।)। এই বইয়ের একটি নির্বাচিত অংশ। বইয়ের লেখক মুহাম্মাদ আসাদ স্বয়ং শায়েখের সাথে সাক্ষাত করেছেন। বাংলা একাডেমী থেকে অনেক আগে ছাপা হয়েছিল। বর্তমানে এই বইটির ফেরারি নামে আরও একটি অনুবাদ মাকতাবাতু সালামের প্রকাশনায় পাওয়া যায়। বাকি আমি পড়ে দেখিনি।

৩/ ডেনমার্কের নও মুসলিম সাংবাদিক শহীদ ... হলাম্বো এর লেখা "মরু সাহারা।" এই বইতেও সেই সময়ের অনেক ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে। লেখক স্বয়ং ইতালীয় বাহিনীর জুলুমের স্বীকার হয়ে কিছু দিন কারাগারে ছিলেন। অনেক আগে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে এটার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৪৬০৮

ইলম ও জিহাদের সম্মিলনে বিজয়, আর বিচ্ছেদে পরাজয়।

umar mukhtar

Senior Member

১০-১৫-২০১৬

যতদিন মুসলিমরা ইলম অর্জনের পাশাপাশি জিহাদ জারী রেখেছিলেন, ততদিন তারা ছিলেন বিজয়ী ও সম্মানিত। গোটা দুনিয়া মুসলিমদের পদানত হয়েছে। গোটা দুনিয়াকে তারা ইলম বিতরণ করেছেন। পক্ষান্তরে যখনই মুসলিমরা ইলম অর্জন করেছে কিন্তু জিহাদ পরিত্যাগ করেছে,তখনই তারা লাঞ্ছনা ও অবর্ণনীয় নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার হয়েছে। অনেক ভূখণ্ড থেকে একেবারে নির্মূল করে বিদায় করা হয়েছে স্বয়ং ইসলামকে। উদাহরণস্বরূপঃ বেনযীর ইলমের ভূমি স্পেন, ইসলামের ইতিহাসে ইলমের অন্যতম সর্বাধিক চর্চা হয়েছে এমন ভূমি বুখারা-সমরকন্দ।

কেউ আবার এমন দাবী করে থাকে, তখন ইলম ছিলো কিন্তু ইসলামের প্রচার ছিলো না,তাই এ অবস্থা হয়েছিলো !!! এধরণের দাবী ইসলাম ও ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে নিরঙ্কুশ অজ্ঞ লোকেরাই করতে পারে। ইলম চর্চা নিজেই ইসলাম প্রচার বরং এটি সর্বোৎকৃষ্ট ইসলাম প্রচার।

ছিলো না শুধু জিহাদ,বাকী সবই ছিলো। স্পেনের কথা হয়তো সবারই জানা থাকবার কথা ! স্পেনের বিশ্বাসঘাতক বাদশাহ আবু আব্দুল্লাহ জিহাদ পরিত্যাগ করে ক্রুসেডার খ্রিস্টানদের সাথে আপোষ করেছিলো। আর তৎকালীন জিহাদ বিমুখ আলিম সমাজ বিশ্বাসঘাতক বাদশাহ আবু আব্দুল্লাহকে সমর্থন করেছিলো। মুষ্টিমেয় কিছু আবেগী (!) দুঃসাহসী তাদের রক্তের বিনিময়ে উম্মাহর পতন ঠেকানোর চেষ্টা করে ইযযতের পথ অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু যে জাতির কর্মের জন্য যিল্লতির ফায়সালা হয়ে যায়, তা কী আর ঠেকানো যায় ! ঠেকানো যায়নি স্পেনে ইসলাম ও মুসলিমদের সর্বব্যাপী পতন।

৮০০ বছরের জৌলুসপূর্ণ অবস্থান হারিয়ে নির্মূল হলো মুসলিমরা। কী ছিলো না আমাদের সেই স্পেনে ! গোটা ইউরোপ তখন অজ্ঞতার নিকষ কালো আঁধারে ডুবেছিলো। অথচ স্পেন ছিলো ইলম-জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকোজ্জ্বল পাদপীঠ।

গোটা দুনিয়াকে আমাদের সেই স্পেন জ্ঞান বিতরণ করেছে। আজো আলোকোজ্জ্বল স্পেনের সেই জ্ঞান দ্বারা আমরা উপকৃত হচ্ছি। কর্ডোবা তথা কুরতুবার ইমাম কুরতুবী রাহঃ এবং উনার জগদ্বিখ্যাত তাফসীরে কুরতুবীর(আল-জামি'উ লি-আহকামিল ক্বুরআন) কথা কে না জানে !! ইমাম ইবনে হাযম রাহঃ এর ইলমের কথা জানে না এবং উপকৃত হয় না,এমন আলিম থাকা অনেকটাই দুরূহ।

স্পেনে মুসলিমরা প্রবেশ করেছিলো জিহাদের মাধ্যমে। আর বিদায় নিয়েছে জিহাদ ছাড়ার মাধ্যমেই। এটা অবধারিত। এটা অনিবার্য। এটা মুহাম্মাদে আরাবী সাঃ কর্তৃক বর্ণিত পরিণতি।

..... "যখন তোমরা জিহাদ পরিত্যাগ করবে,তখন তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেয়া হবে।"

বুখারার ইলমের কথাতো শুধু আলিমরা নয়,জাহেলরাও জানে। বুখারা-সমরকন্দের ইলম না থাকলে দুনিয়া হয়তো অনেক ইলম থেকে বঞ্চিতই থেকে যেতো,আল্লাহু আ'লাম।
কিন্তু কী পরিণতি হয়েছে বুখারা-সমরকন্দের ? নির্মূল হয়েছে ইলম-আলিম-উলামা। নির্মূল করা হয়েছে ইসলামকে।

কিন্তু কেনো ? কীসের অভাব ছিলো তখন মুসলিমদের ?

শুধুমাত্র জিহাদ পরিত্যাগই ছিলো সেই যিল্লতির একমাত্র কারণ। তৎকালীন বুখারা-সমরকন্দের উলামাগণ জিহাদ ছেড়ে দিয়ে ইসলাম বাঁচাতে চেয়েছিলেন !

এজন্য মুষ্টিমেয় কিছু মুজাহিদদের বিরুদ্ধে সেই আলিমগণ ফাতাওয়াও দিয়েছিলেন !
আফসোস ! তারা মাদরাসা-মাসজিদ-ইলম রক্ষা করার জন্য জিহাদের বিরুদ্ধে ফাতাওয়া দিয়েছিলেন ! কিন্তু ইসলামকে রক্ষা করতে পারেননি । পারেননি নিজেদেরকেও বাঁচাতে।

ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বাস্তবতা নাকি এটিই যে,ইতিহাস কেউ মনে রাখে না। তাই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেই চলেছে বারংবার।

এতো দামী ইলম যা আমাদের সোনালী উম্মাহ গোটা দুনিয়াকে বিতরণ করেছে। গোটা দুনিয়া আমাদের ইলমের মুহতাজ হয়ে পড়েছিলো। আজ সেই ইলম কতটা মূল্যহীন ! আমাদের কাছে দুনিয়া আসবে দূরের কথা,আমরা সেই ইলম নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরছি,তবুও কেউ নিচ্ছে না ! কেউ স্বীকৃতি দিচ্ছে না।

কতটা মূল্যহীন বানিয়েছি আমরা সেই মূল্যবান ইলমকে যে, আমরা আজ সেই ইলমের মূল্যায়নের জন্য ইসলামের দুশমনের দ্বারস্থ হচ্ছি। ওয়াল্লহি,তাল্লহি, এই ইলম আমাদেরকে অভিশাপ দিবে নিঃসন্দেহে। আমরা এর বে-ইযযতি করছি। ইলম এবং তার বাহকরা কেনো এতোটা মূল্যহীন হয়ে পড়েছেন ? কেনোইবা এতো যিল্লতির মুখোমুখি হয়েছেন ?

কারণ,এই ইলমের পাহারাদার নেই। সুরক্ষার ব্যবস্থা নেই। আর তা হচ্ছে জিহাদ,যা ইলম ও ইসলামের পাহারাদার।

ফুটপাথ থেকে কী কেউ কোটি টাকার হীরা-জহরত কিনবে ? কখনোই না। বাস্তবিকই তা হীরা-জহরত হলেও কেউ তা গ্রহণ করতে চাইবে না। সবাই মূল্যহীন মনে করবে। কারণ ফুটপাথে মূল্যবান বস্তু থাকে না।

আজ আমাদের ইলমের পাহারাদার ও রক্ষণাবেক্ষণকারী তথা জিহাদ না থাকার কারণে তা মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। আর আমরা তা নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরছি। আমাদের সোনালী অতীতে এতো পাকা মাসজিদ-মাদরাসা হয়তো ছিলো না,কিন্তু ইলম ছিলো মহামূল্যবান। আর তার ধারক তথা আলিমগণ ছিলেন সম্মানিত। আর সেজন্য দেখতে পাই সোনালী যুগের খলীফাহ,বাদশাহগণ সেই ইলমের ধারকদেরকে কতটা সম্মান করতো। অনেকেতো খলীফাহ হওয়া সত্ত্বেও উলামাদের সামনে নিজেদেরকে ভৃত্যের মতো মনে করতো ! সুবহানাল্লাহ।

সেই সোনালী অতীত কী একেবারেই হারিয়ে গেছে ! অতীতের চাদরে ঢাকা পড়ে গেছে !! চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়েছে !!

না, সেই অতীতের প্রদীপ আবারো জ্বলে উঠছে খোরাসানের বরকতময় ভূমিতে।

উম্মাহর হক্ক জামা'আহ আত-ত্বয়িফাতুল মানসূরাহ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন ইলম ও জিহাদের বাহক তালিবান মুজাহিদরা। ইলম ও জিহাদের বরকতময় সাজে সজ্জিত উম্মাহর গোরাবাহরা খোরাসানের পাহাড়ী ভূমি থেকে এই পয়গাম নিয়ে

ছড়িয়ে গেছেন বিশ্বব্যাপী। হেরার আলোয় উদ্ভাসিত হওয়ার প্রাক্কালে আবারো গোটা দুনিয়া। সোনালী অতীতকে ফিরিয়ে আনা উম্মাহর দুঃসাহসী সেই সন্তানরা তাদের পূর্বসূরীদের মতোই বালুকাময় ভূমিতে বসে ইলম অর্জন করছেন। এর পাশাপাশি যুগের হুবাল আমেরিকা ও তার সতীর্থদের বিরুদ্ধে ইলম ও দ্বীনের রক্ষাকবচ জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছেন।

উম্মাহর গৌরবোজ্জ্বল ও সোনালী ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে ইনশাআল্লাহ্*।

এক সোনালী অধ্যায়ের যুগ-সন্ধিক্ষণে আলোকোজ্জ্বল সুবহি-সাদিকের ইন্তেযাররত একজন গোরাবা

https://www.facebook.com/permalink.p...০০০০৯৩৮১৩৪৪৩০৮

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৫১০০

ইতিহাসের পাতা থেকেঃ

হিন্দুরা কব্জিতে লাল সুতা বাঁধা শুরু করেছিল মুসলিমবিরোধী ঐক্যের প্রতীক হিসেবে

alif laam meem

Junior Member

১১-১৩-২০১৬

বর্তমানে আমরা রাস্তাঘাটে অধিকাংশ হিন্দুর কব্জিতে লাল সুতা বাঁধা দেখি, যেই লাল সুতা হলো হিন্দুদের মুসলিমবিরোধী ঐক্যের প্রতীক। আমরা জানি যে, ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গ হওয়ার পর হিন্দুরা এর বিরোধিতা করেছিল, কারণ তাতে করে মুসলমানরা এগিয়ে যাবে। সেই সময়ে তারা বঙ্গভঙ্গ বাতিল করতে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন শুরু করেছিল, যার আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত হয়েছিল কব্জিতে লাল সুতা বাঁধার মাধ্যমে।

প্রাবন্ধিক নীরদ সি চৌধুরীর জন্ম ১৮৯৭ সালে, সুতরাং ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গের সময়ে তার বয়স হবে নয় বছর। সেই সময়কার ঘটনা নিয়ে সে তার বই The Autobiography of an Unknown Indian এ লিখেছে-

“যেই দিন পার্টিশন (বঙ্গভঙ্গ) হলো, সেই দিন আমাদের বাসায় এক ব্যক্তিকে ডাকা হল। তার হাতে ছিল লাল সুতার বাণ্ডিল। বাবা আমাদেরকে বললেন নদীতে গোসল করে আসতে, এরপর আমাদের কব্জিতে লাল সুতা বাঁধা হলো বাংলার সমস্ত হিন্দুর ঐক্যের প্রতীক হিসেবে (মূল ইংরেজিতে: as a token of brotherhood of all bengalis.)"

এই লাল সুতা বাঁধার দ্বারা নীরদ সি চৌধুরীর গ্রামের সমস্ত হিন্দু শিশুরা তাদের তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হল। নীরদ সি চৌধুরী নিজে লিখেছে যে, তার স্কুলে হিন্দু ছাত্রের সমসংখ্যক মুসলমান ছাত্রসংখ্যা ছিল। সেসব মুসলমান সহপাঠিদের সাথে হিন্দুরা একসাথে খেলেছে-হেসেছে, কিন্তু বঙ্গভঙ্গের পরেই তাদের সাথে সম্পর্ক তিক্ত হতে শুরু করে।

একপর্যায়ে নীরদ সি চৌধুরীর সমস্ত হিন্দু সহপাঠিরা মিলে তার স্কুলের হেডমাস্টারের কাছে অভিযোগ করল, যেন মুসলমান সহপাঠীদেরকে তাদের পাশে বসতে না দেয়া হয়। তাদের গা থেকে নাকি পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ বের হয়। অথচ বঙ্গভঙ্গের আগে তারা সবাই মিলেই কিন্তু একসাথে ক্লাস করে এসেছে। এটি ছিল হিন্দুদের কব্জিতে লাল সুতা বাঁধার একটি উল্লেখযোগ্য মনস্তাত্বিক প্রভাব। তবে হিন্দুদের কর্মকাণ্ড শুধু এটুকুতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তারা ঘরে ঘরে অস্ত্র মজুদ করা শুরু করে দিল। কুমিল্লায় নওয়াব সলিমুল্লাহর এক জনসভায় হিন্দুবাড়ি থেকে বন্দুক দিয়ে গুলি করা হল, তিনি সভা বন্ধ করে ঢাকায় চলে যেতে বাধ্য হলেন। বাংলার সমস্ত হিন্দুরা এতে ভীষণ উৎফুল্লিত হল। নীরদ সি চৌধুরীর কিশোরগঞ্জ শহরে তাদের বাপ-দাদারা বিষয়টি নিয়ে খুব আমোদের সাথে গল্প করত, বলত "খুব ভালো হয়েছে। গুলি করে একেবারে কুমিল্লা থেকে ঢাকায় পাঠিয়ে দিয়েছি।" এর মধ্যে খবর হল, সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী কিশোরগঞ্জ আসবেন। তিনি নওয়াব সলিমুল্লাহর একজন অন্যতম সহযোগী, তাই তাকেও একই সন্ত্রাসবাদী উপায়ে ঠেকাতে মরিয়া হয়ে উঠল কিশোরগঞ্জের হিন্দুরা। নীরদ সি চৌধুরী তার আত্মজীবনীতে এ প্রসঙ্গে লিখেছিল-

Trunkfuls of pistols and ammunition had been passed from house to house; swords, spears, and even bows and arrows had been collected in large quantities. Every hindu house would have been defended by men practiced in arms, and blood would have flowed had there been a clash. অর্থাৎ "প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি ট্রাঙ্কভর্তি পিস্তল এবং গুলি পৌঁছে গিয়েছিল। তরবারি, বর্শা এমনকি তীর-ধনুকও সংগ্রহ করা হয়েছিল বিপুল পরিমাণে। প্রত্যেক হিন্দুবাড়িতে পুরুষেরা অস্ত্রহাতে প্রস্তুতি নিয়েছিল, এবং যে কোন সংঘর্ষের পরিণতি ছিল অনিবার্য খুনোখুনি।"

বর্তমান ২০১৬ সালে হিন্দুরা যে কব্জিতে লাল সুতা বাঁধছে, তার উদ্দেশ্য কী ১১০ বছর আগেকার বঙ্গভঙ্গের সময়কার উদ্দেশ্যের তুলনায় ভিন্ন? নিজেকে কিছু প্রশ্ন করুন পাঠকেরা-

১) তখন হিন্দুরা লাল সুতা পরেছিল মুসলিমবিরোধী ঐক্য গঠনের টোকেন বা চিহ্ন হিসেবে। বর্তমানেও কী হিন্দুরা মুসলিমবিরোধী ঐক্য গঠন করছে না? হিন্দু শিশুদের ছোটকালেই মুসলিমবিদ্বেষের সবক দিতে দেশের জায়গায় জায়গায় কী ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠছে না একের পর এক 'গীতা স্কুল'? জাগো হিন্দু, হিন্দু মহাজোটের মত উগ্র হিন্দু সংগঠনগুলোর কার্যক্রমে কী হিন্দুরা একত্রিত হচ্ছে না?

২) আপনার পাশের লাল সুতা পরা হিন্দু সহপাঠি কিংবা কলিগটি কি সুযোগ পেলেই আপনাকে অপমান করছে না, আপনার ধর্মকে অপমান করছে না? তারা কি আলাদা কোন কমিউনিটি গঠনের চেষ্টা করছে না? যেভাবে বঙ্গভঙ্গের সময়ে নীরদ সি চৌধুরীর সহপাঠি মুসলিম ছাত্রদের দূরে ঠেলে দেয়া হয়েছিল?

৩) সবচেয়ে বড় কথা, লাল সুতাওয়ালারা কী ঘরে ঘরে অস্ত্র মজুদ করছে না? ঢাকাস্থ কদমতলা রাজারবাগ কালীবাড়ি এলাকার অধিকাংশ হিন্দু বাড়িতেই আগ্নেয়াস্ত্র মজুদ আছে। তাদের বাড়িতে বাড়িতে এই অস্ত্র সরবরাহের জন্য আড়াল থেকে কাজ করেছে স্থানীয় আওয়ামী লীগের হিন্দু নেতা চিত্তরঞ্জন দাস। উল্লেখ্য গত ১ বছর আগে প্রেসক্লাবে এক সভায় বাংলাদেশের হিন্দুদেরকে ঘরে ঘরে অস্ত্র রাখার আহবান জানিয়েছিলো হিন্দু মহাজোটের নেতা গোবিন্দ প্রামাণিক (http://bit.ly/২d৩jUJM)।

সুতরাং মুসলমানরা সাবধান হোন। সেই সময়ে হিন্দুরা কব্জিতে লাল সুতা বেঁধে ঘরে ঘরে অস্ত্র মজুদ করেছিল, কিন্তু মুসলমানরাও নিষ্ক্রিয় ছিল না। নীরদ সি চৌধুরী লিখেছে, তখন মুসলমানরাও সংবাদ পেয়ে গোপনে তাদের বাড়িতে অনুরূপ প্রস্তুতি নিয়েছিল হিন্দুদের হামলা ঠেকানোর জন্য। মুসলমান নেতারাও নিষ্ক্রিয় ছিলেন না, এই নবাব সলিমুল্লাহ আর সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মুসলিম লীগ, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। একারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনের নামকরণ করা হয়েছে 'সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন'।

কিন্তু আফসোস, এখন মুসলিম নেতারা নিজেরাই হিন্দুত্ববাদে দীক্ষিত হয়েছে, তাই তারা এখন লাল সুতাওয়ালাদের সাথে আঁতাত করে বিশ্বাসঘাতকতা করছে স্বজাতির সাথে। আর মুসলমানরাও হয়েছে গাফিল ও নিষ্ক্রিয়। এই লাল সুতাগুলো

এতো ইসলাম নিয়ে কটূক্তি করে, এতো এতো মুসলিম মেয়েদেরকে রেপ করে, তবুও বাঙালি মুসলমান নামক এই মরা গোশতগুলোর কোন অনুভূতি জন্মে না।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৫৫১৫

শাইখ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ এর শাহাদতের প্রকৃত ঘটনা

Ahmad Faruq M

Senior Member

১১-০৩-২০১৬

শাইখ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ এর শাহাদতের প্রকৃত ঘটনা জানুন প্রত্যক্ষদর্শী তার সান্মানিতা স্ত্রীর মুখে ।

যা আমেরিকা বিশ্বের নিকট গোপন করে রেখেছে। এই নিউজটা কাভকাজ সেন্টার থেকেও তখন প্রকাশ করা হয়েছিল।

মূল ঘটনা হলঃ

আমেরিকান ও পাকিস্তানি সৈন্য শাইখের কাছে ঘেষার আগেই শাইখ তাদের মোকাবেলা অবস্থায় হঠাত একটা গুলি এসে শাইখের মাথায় লাগে, এরপর শাইখ দ্রুত শাহাদত বরণ করেন খুব অল্প সময়ে শাইখের রুহ বের হয়ে যায় বিনা কষ্টে। অতঃপর আমেরিকান বাহিনি এসে লাশ নিয়ে বিমানে উঠলে বিকট শব্দে সেই বিমান বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

আল্লাহু আকবার!

আল্লাহু আকবার।

(আর এই ঘটনা সরাসরি লাইভ দেখছিল উবামারা হোহাইট হাউজ থেকে। তাই তারা অনেক পেরেশানীতে পরে যায় বিধ্বস্তের দৃশ্য দেখে।)

এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় বান্দা মুজাহিদ শাইখ উসামা রাহিঃ কে জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় তাকে তার শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

এই কারণেই আমেরিকা আজ পর্যন্ত শাইখের লাশ দেখাতে পারেনি। না হলে অহঙ্কার ও গর্বের সাথে মিডিয়াতে তা ফলাও করতো!

আল্লাহ তায়ালা শাইখের শাহাদতকে কবুল করুন।আমিন।

নিচে বিস্তারিত দেখতে পাবেনঃ-

زوجة بن لادن تفجر مفاجأه: زوجي تفجرت به الطائرة!

زوجة الشيخ أسامة بن لادن، اليمنية، التي كانت مع زوجها عند اقتحام المنزل، والذي استُشهد أمامها -حسبما قالت- عن القصة الحقيقة التي أخفتها الإدارة الأمريكية عن العالم.

وقالت زوجة "بن لادن" في حوار لصحيفة "عكاظ سنتر" السعودية، "عندما بدأ الاقتحام على البيت وبدأ أنزال الجنود من الطائرات المروحية على البيت وبدئوا في الاشتباكات فاشتبك معهم الأخوة الذين كانوا متواجدين في البيت وقد كانت اشتباكات قوية وعنيفة، وقد كانت القوة المتواجدة هم من الجيش الباكستاني والجيش الأمريكي مع وجود قوات من المارينز الأمريكي، وحاصروا البيت و انتشروا في تلك المنطقة انتشاراً واسعاً وقد كان عددهم كثير جداً."

وأضافت: "بدأوا بدخول البيت بسرعة وقد أخذ الشيخ أسامة بن لادن سلاحه عند بداية الاشتباكات وأراد أن يشتبك من خلال النافذة التي كانت في الغرفة التي كان فيها فجاءته طلقة نارية في رأسه من جهة الوجه فسقط في نفس الوقت شهيداً وفاضت روحه إلى بارئها."

وتابعت: "وقد كانت هذه رحمة من الله عزوجل للشيخ فقد كان اشتباكه ومقتله لم يتجاوز الدقائق المعدودة، وحتى بعد إصابته بالطلقة لم يتأخر فقتل بسرعة رحمه الله، وقد دخل الأمريكان البيت ودخلوا الغرفة فوجدوا أن الشيخ قد قتل، فأخذوا الجثة بسرعة وساروا بها إلى الطائرة المروحية وقد رافق جثة الشيخ مجموعة من ضباط المارينز الأمريكي، و أقلعوا بالطائرة بسرعة وبعد إقلاع الطائرة بقليل انفجرت الطائرة بمن فيها ولم يبقى للطائرة ولا للذين كانوا فيها أثر سوى أشلاء ممزقة وبقايا أجزاء صغيرة من الطائرة."

وأوضحت أنه "لذلك تم إخفاء خبر مقتل الشيخ بهذه الطريقة لأن اوباما والبيت الأبيض كانوا يشاهدون أحداث العملية مباشرة حتى ظهر على وجوههم شيء من الخوف والاستغراب وذلك بسبب انفجار الطائرة وهم يريدون جثة الشيخ كاملة لكي يظهروه للعالم وهو بين أيديهم مقتول ويثبتوا بذلك بأنهم انتصروا فأفشل الله مخططهم وأخزاهم ورد كيدهم في نحورهم."

وتابعت: "ولذلك جعلوا مراسم مقتلة على البحر وعلى أنهم رموا الجثة في وسط البحر وقد حفظ الله الشيخ حياً وميتا من كيد الأعداء."

المنزل الذي قتل فيه اسامة بن لادن

http://www.alrakoba.net/contents/myu...c৪২৮৬৪৫৫৯১.jpg

الطائرة التي تقصدها زوجة اسامة بن لادن حسب الخبر

http://www.alrakoba.net/contents/myu...c৪৩৭c৪a৭ea.jpg

هدم المنزل بعد فترة

http://www.alrakoba.net/contents/myu...c৪২ce৫b৪৯২.jpg

لিঙ্কঃ-
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-১৫৮৪২৫.htm

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৫৩৭৫

ওসামা বিন লাদেন!!!

banglar omor

Senior Member

০৬-০৩-২০১৬

ওসামা বিন লাদেন (রহঃ)সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সাঃ)- এর ভবিষ্যৎবানী আলী ইবনে আবু তালেব (রাযি).হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "মা-ওয়ারা আন-নাহার হতে আল হারিস ইবনে হাররাস নামে এক ব্যাক্তি আসবে।

তার সেনা বাহিনীর নেতৃত্ব দেবে মানসুর নামে এক ব্যাক্তি যে মুহাম্মাদের(সাঃ) আহলের (পরিবারের) জন্য(যাবতীয়) বিষয়সমূহ এমন সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠা করবে, যেমন কুরাইশরা করেছিল আল্লাহর রাসুল(সাঃ) এর জন্য। প্রত্যেক মুমিন যেন অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করে"অথবা তিনি বলেছেন "তোমরা তার ডাকে সাড়া দিবে"। (সুনানে আবুদাউদ,হাদিস নং ৪২৭৭)সমর্থনকারী

রেফারেন্স

০১"মা-ওয়ারা-আন-নাহার হতে আলহারিস নামে একজন ব্যাক্তি আসবে।"আল হারিস" এর একটি অর্থ হল "সিংহশাবক" এবং "হারাস" অর্থ হল "যে বীজবপণের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে" আরএটা হল হুবহু উসামা বিন লাদেন এরঅর্থ। "উসামা" অর্থ হল "সিংহ শাবক"আর ইয়েমেনী উপভাষা অনুযায়ী "লাদেন"এর অর্থ হল "যে বীজ বপনের জন্য ক্ষেত্রপ্রস্তুত করে" আরবী এই হাদিসটিরভাষা দ্বারা একথা বুঝাচ্ছেনা যে তারপ্রকৃত নাম হবে আল হারিস ইবনে হারাস বরং এখানে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা হল "ইয়াক্কুলু লাহু"অর্থাৎ "সে এই নামে পরিচিত হবে"অথবা তাঁকে বলা হবে।সুতরাং এখানে "আল হারিস ইবনে হারাস" দিয়ে "উসামা বিন লাদেন" বোঝানো খুব স্বাভাবিক ভাবেই সম্ভব। "মা-ওয়ারা আন-নাহার" এর অর্থ হল "নদীরওপারের এলাকা" অর্থাৎ "টাইগ্রিস"ও"ইউফ্রেটিস" নদীর ওপারের এলাকা।আর তা হল খোরাসান অঞ্চল

বা আজকের আফগানিস্তান।আমরা জানি যে উসামা বিন লাদেন ছিলেন এবং তার যোদ্ধারা আজওআছেন আফগানিস্তানে (খোরাসানএলাকায়)।

আর আপনি যদি আল-ক্বায়েদা মুজাহিদিনদের ভিডিও দেখে থাকেন, তাহলে দেখবেনযে তাদের প্রধানচারটি সৈন্যদলের যোদ্ধারা "কালো পতাকা" বহনকরে।

সমর্থনকারী রেফারেন্স

০২:শায়খ ওসামা বিন লাদেন (আল্লাহতাকে জান্নাতবাসী করুন আমীন) এর ছোট বেলার একটি স্বপ্ন বার বার দেখতেন। ছোট বেলা থেকেই ওসামা বিন লাদেন (রহঃ) ছিলেন ধর্মপরায়ণ ,শান্তশিষ্ট ,ধী শক্তির অধিকারী ছেলে। তার অন্য ভাইয়েরা যখন খেলা করতো তখন কেবল তিনিই তার বাবার সাথে থাকতেন। বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করতেন। তার পিতার প্রিয় ছিলেন তিনি। ওসামা (রহ) যখন ৯বছরের ছিলেন তখন তিনি প্রায়ই ফজরের ওয়াক্তের কিছু আগে একটা স্বপ্ন দেখতেন যে(ওসামার পিতার বন্ধুর ভাষ্য অনুসারে)ওসামা তার পিতাকে বলতেছেন,"স্বপ্নে আমি একটা বড় সমতল এলাকা দেখতে পেলাম।আমি দেখলাম সাদা ঘোড়ায় সাওয়ার হয়ে একটা সৈন্য বাহিনী আমার দিকে এগিয়ে আসতেছে। তাদের মাথায় ছিল কালো পাগড়ী। উজ্জল চোখের এক জন সৈন্য আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন,"তুমি কি ওসামা বিন মুহাম্মদ বিন লাদেন"? আমি উত্তর দিলাম "হ্যাঁ"।

এরপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,তুমি কি ওসামা বিন মুহাম্মদ বিন লাদেন"?

আমি আবারও উত্তর দিলাম,"হ্যাঁ, আমিই সে"।

তিনি আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন,"তুমি কি ওসামা বিন মুহাম্মদ বিন লাদেন"।

আমি বললাম, "আল্লহর কসম,আমিই ওসামা বিন লাদেন।

"তিনি
আমার দিকে একটি পতাকা এগিয়ে দিয়ে বললেন,"এই পতাকা আল-কুদসের প্রবেশের"পথে ইমাম মাহদী বিন আব্দুল্লাহর হাতে তুলে দিও"।

আমি তার হাত থেকে পতাকা নিলাম এবং দেখলাম যে, সৈন্যদল আমাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে।

ওসামার পিতা মুহাম্মদ বিন লাদেন বলেন, আমি এটা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু বাসার কাজের ব্যাস্ততায় আমি এই স্বপ্নের কথা ভুলে গিয়েছিলাম।

পরের দিন সকালে ওসামা ঠিক ফজরের সালাতের আগে আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলল এবং একই স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলো।

তৃতীয় দিন সকালেও একই ঘটানা ঘটলো। এবার পুত্রের জন্য আমার দুশ্চিন্তা হতে শুরুহলো।আমি একজন ইসলামি জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি যিনি স্বপ্নের ব্যাক্ষা করতে পারেন তার কাছে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি ওসামাকে একজন ইসলামি জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির কাছে নিয়ে গেলাম এবং তাকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বললাম।তিনি অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকালেন এবং বললেন, "এই কি আপনার সেই সন্তান যে স্বপ্নটা দেখছে"? আমি বললাম"হ্যাঁ"।তিনি আমাকে প্রবোধ দিলেন এবং বললেন, "আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করবো। আমি নিশ্চিত আপনি সততার সাথে উত্তর দিবেন"।তিনি ওসামাকে প্রশ্ন করলেন,"বাবা,ঘোড়সওয়ার সৈন্য তোমাকে যে পতাকা দিয়েছিল তোমার কি সেটার কথা মণে আছে?ওসামা উত্তর দিল, "হ্যাঁ, আমার মনে আছে"। তিনি প্রশ্ন করলেন,"পতাকাটি কেমন ছিল তুমি কি বর্ণনা করতে পারবে?"ওসামা বলল,ওটা দেখতে সৌদি আরবের পতাকার মতই ছিল, কিন্তু সবুজ নয় বরং কালো রঙের। ওটার উপরে সাদারং দিয়ে কিছু একটা লেখা ছিল"। এরপর তিনি ওসামাকে প্রশ্ন করলেন,"তুমি কি কখনো নিজেকে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখেছ?" ওসামা উত্তর দিল,"আমি প্রায়ই এমন স্বপ্ন দেখি"। এরপরতিনি ওসামাকে ঘর থেকে বাইরে যেতে বললেন এবং কুরআন তিলাওয়াত করতে বললেন।এরপর তিনি আমার দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন, "আপনার পূর্ব পুরুষ কোথা হতে এসেছে"? আমি উত্তর দিলাম, "ইয়েমেনের হাদরা মাউত"হতে। এরপর তিনি আমাকে আমার গোত্র সম্পর্কে কিছু বলতে বললেন।

আমি তাকে জানালাম যে ,আমরা "শান্ওয়াহ" গোত্রের সাথে সম্পর্কিত যা কিনা ইয়েমেনের একটি "কাহতানী" গোত্র।এরপর তিনি উচ্চস্বরে তাকবীর দিলেন এবং

ওসামাকে কাছে ডেকে কাঁদতে কাঁদতে তাকে চুম্বন করলেন। তিনি আরও বললেন যে শেষ দিবসের লক্ষন গুলো প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। "ও মুহাম্মদ বিন লাদেন,আপনার এই পুত্র “ইমাম মাহদী” এর জন্যএবং ইসলামকে রক্ষার জন্য একটি সৈন্যদল প্রস্তুত করবে।সে খোরাসানে হিজরত করবে। ও ওসামা! যে ব্যক্তি তোমার পাশে থেকে জিহাদ করবে সে সৌভাগ্যবান। আরযে ব্যক্তি তোমাকে ত্যাগ করবে এবং তোমার বিরুদ্ধাচারণ করবে সে সর্বনাশ ও হতাশ হবে।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৩০৬২

সিরিয়া সম্পর্কে শায়খ আরিফীর জ্বালাময়ী ভাষণ ...

Mutmain

Junior Member

০৫-০৩-২০১৬

==========

(শায়খ আরিফী, নাম মুহাম্মদ বিন আব্দুর রাহমান আল-আরিফী, তিনি বংশের দিক দিয়ে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের বংশধর। ১৯৭০ সালে সৌদী আরবের রিয়াদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন বিজ্ঞ আলেম, বাগ্মিময় বক্তা সুলেখক। এই বক্তব্যটি তিনি মুরসির শেষ সময়ে মিসরের আমর বিন আস রাযি. মসজিদে জুমআর পুর্বে দেন ...দীর্ঘ বক্তব্যের চুম্বকাংশের অনুবাদ তুলে ধরা হল)

শাম হচ্ছে ওই পবিত্রভুমি , যার সম্পর্কে এই উম্মতের সব আলেমগণ একমত, যে মক্কা-মদীনার পর যে ভুমির সবচেয়ে ফজীলত বর্ণিত হয়েছে সেটি শাম দেশ। শাম হচ্ছে ওই ভুমি যেখানে হাশরের মানুষকে একট্টা করা হবে। শাম হচ্ছে ওই দেশ যেখানে মুসলিম বনাম কাফিরদের মধ্যখানে প্রলয়ংকারী "মালহামা"(শেষ যুগের ভয়াবহ যুদ্ধ) অনুষ্ঠিত হবে !

নবীজী সা. বলেছেন, ভয়াবহ মালহামার সময় গুতা শহরে মুসলমানদের একটি ঘাটি হবে সেখানে একটি শহর আছে যার নাম দামেস্ক !!

হে শাম, তোমার জন্যে কতই কল্যাণ ! হে শাম,তোমার জন্যে কতই কল্যাণ !! হে শাম, তোমার জন্যে কতই কল্যাণ !!! এভাবে আমাদের নবী সা. বলেছেন, তখন সাহাবী রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, কেনো? তখন নবীজী সা. বলেন, শামের ভূমিতে রাহমানের ফেরেস্তারা ডানা মেলিয়ে আছেন !

শামকে জিজ্ঞেস করো, ইসলামের মহান বীর খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি. সম্পর্কে। হিমসের মাটিকে জিজ্ঞেস করো খালিদের বড়ত্ব সম্পর্কে। জিজ্ঞেস করো, খালিদকে যখন তিনি কবরে শায়িত অবস্থায় দেখছেন, তার সন্তানদের উপর যে বর্বরতা

চলছে, তা সম্পর্কে? জিজ্ঞেস করো, তার কন্যাদের উপর যা ঘটছে তা সম্পর্কে। দেখবে, তিনি কবরে ক্রোধান্বিত হয়ে কম্পন শুরু করেছেন।

শামকে জিজ্ঞেস করো উবাদা বিন সামিত রাযি. সম্পর্কে! যিনি সাহাবাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন! শামকে জিজ্ঞেস করো ইসলামের মুআয বিন বিলাল রাযি. সম্পর্কে! বরং শামকে জিজ্ঞেস করো তিন শতাধিক সাহাবী সম্পর্কে , যারা সিরিয়ায় প্রবেশ করেছেন, অথবা বসতি গেড়েছেন, অথবা জিহাদের জন্যে গিয়েছেন। অথবা কখনো সেখানে দাফন হয়েছেন।

হে লোক সকল! যে সব শিশুরা আজ সিরিয়ায় জবাই হচ্ছে, তারা হচ্ছে এদের সন্তান, যেসব নারীরা সেখানে ধর্ষিতা হচ্ছে, তারা হচ্ছে খালিদের সন্তান, উবাদার সন্তান, তারা হচ্ছে এইসব সাহাবাদের সন্তানাদি। আর যেসব যুবকরা সেখানে অস্ত্র হাতে নিয়েছে, তারা হচ্ছে এইসব বীরপুরুষদের সন্তানাদি। এই হচ্ছে শামদেশ।

হে লোক সকল আমি দেখতে পাচ্ছি যে সানাআ (ইয়ামেনের) তুফান দামেস্কের দরজায় করাঘাত করছে। হে মুসলমানগণ, আমি আজ, বরং বিগত তিন বছর ধরে এমন দৃশ্য দেখছি, যা বলতে জিহ্বা অক্ষম, চক্ষু যার দিকে দৃষ্টি স্থির রাখতে অপারগ!!

এক যুবতী, তাকে রাস্তার মধ্যখানে ফেলে রাখা হয়েছে, অতঃপর তার শরীর থেকে সব ধরনের কাপড় ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, অথচ সে হচ্ছে মুসলিম সচ্চরিত্রবান পর্দানিশীন। এরপর প্রায় একশ (কসাই) বাশারের কুলাঙ্গার তার সম্ভ্রম লুণ্ঠনে ধেয়ে আসছে। মানুষ তখন আতঙ্কে দেয়ালের পিছনে লুকায়িত, কিন্তু যখুনি কোনো লোক আড়াল থেকে বের হয়ে এই যুবতীকে উদ্ধারে এগিয়ে আসে। তাকে উঠিয়ে কিছুদুর নিয়ে যায়, তখন তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এভাবে একের পর এক কয়েক যুবক এই যুবতীকে উদ্ধারে শহীদ হয়েছে!!!

আরেক ব্যক্তি, তাকে বলা হয়েছে, বল, বাশশার ছাড়া কোনো ইলাহ নেই! কিন্তু সে এই ঘৃণিত ঈমানবিধ্বংসী কথা বলেনি, সে বলেছে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। অতএব তাকে জীবন্তাবস্থায় মাটিতে গর্ত খুড়ে দাফন দিয়েছে!!! সে জানে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাওলা নেই। আল্লাহই আমাদের মাওলা, তিনিই আমাদের

রব! তিনিই এর বদলা নিবেন। এভাবে তারা (কসাই বাশশারের বাহিনী) নির্যাতন চালাচ্ছে।

তারা শিশুদেরকে এক ঘরে একত্রিত করে, তারপর তাদেরকে ছুরি দ্বারা জবাই করে ফেলে! অথচ এই শিশুদের বয়েস এক থেকে তিন বছর! নারীরা তাদের সন্তানদের সামনে সম্ভ্রমহারা হচ্ছে! পুরুষদেরকে জবাই করা হচ্ছে তাদের সন্তান এবং স্ত্রীদের সামনে! এমন কোনো ভাষা আছে কি যা এসব দৃশ্যকে চিত্রায়িত করবে?

তারপরেও তুমি কি গর্জে ওঠবে না, গর্জে ওঠো, গর্জে ওঠো ...! এইসব শিশুদের দেখে তুমি গর্জে ওঠো, এইসব মজলুমদের পক্ষে গর্জে ওঠো, হিমসের নারীদের জন্যে গর্জে ওঠো! অসহায় ক্ষুধার্তদের জন্যে গর্জে ওঠো, কেননা গর্জনকারীদের সামনে মাটি নত হয়। পৃথিবীকে গর্জনই বেচে রেখেছে ...

জেনে রাখো, যেসব ছুরি দ্বারা সিরিয়ার শিশুদেরকে জবাই করা হচ্ছে, ওইসব ছুরিরা পথে আছে আমাদের গর্দন কাটার জন্যে!

সফবীরা (শীয়া রাফেজিরা) মনে করে, আমাদেরকে হত্যা করা, আমাদেরকে জবাই করা আমাদের শরীরকে টুকরা টুকরা করা পুণ্যের কাজ। এর দ্বারা সওয়াব অর্জন করবে! আমরা এমন এক নিষ্ঠুর শত্রুদের সামনে অবস্থিত, যারা পরস্পরে আমাদেরকে হত্যা করার জন্যে সহযোগিতা করছে!

তোমাদের ভায়েরা তোমাদের কাছে আর্তনাদ করছে, মসজিদসমুহ বিলাপ করছে, যেসব মিনার আল্লাহর নাম উচ্চারণের জন্যে নির্ধারিত ছিলো, সেগুলো ভেঙে ফেলা হচ্ছে।

তারপর এতে এমন এক পতাকা টানানো হচ্ছে, যাতে লেখা 'ইয়া হোসাইন'...! এগুলো দেখে কে সহ্য করতে পারে? এরপরও কি আমরা নীরব থাকবো? গর্জে উঠবো না?

হে বিত্তশালীরা, শামের সুপুরুষরা, খালিদ বিন ওয়ালিদের সন্তানেরা, তোমাদের কাছে সাহায্যের জন্যে চিতকার করছে ... আমি শপথ করে বলতে পারি! আমি শপথ করে বলতে পারি!! আমি শপথ করে বলতে পারি!!!যদি সফবীরা (শীয়া

রাফেজিরা) আজ সিরিয়া যুদ্ধে অর্জন করতে পারে, তাহলে অচিরেই তারা অন্য মুসলিম দেশসমূহে হাত বাড়াবে!

গতকাল (জুলাই-২০১৩ মাসে) মিসরে একত্রিত হয়েছেন কয়েকশ আলেম এবং মুজাহিদ, তারা প্রায় পঞ্চাশটি দেশ থেকে সেখানে জড় হয়েছেন, তারা সিরিয়া নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন, তারা এ বিষয়ে একমত হয়েছেন, যে সিরিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্যে জিহাদ ওয়াজিব !!!

জিহাদ ছাড়া এই উম্মতের কোনো জীবন নাই, জিহাদ ব্যতীত আমাদের কোনো জীবন নাই,

আল্লাহর কসম! জিহাদ ব্যতীত আমরা অপমানের শৃংখল চূর্ণ করে শান্তিতে রূপ দিতে পারবো না, যখুনি এই উম্মাহ জিহাদ ত্যাগ করেছে তখুনি লাঞ্ছনা তাদের উপর চেপে বসেছে এবং কাফির ও নিকৃষ্ট গোষ্ঠিরা আমাদের ঘাড়ে সওয়ার হয়েছে !!!!

বক্তব্য দেওয়ার পরের অবস্থা –

বক্তব্য শোনার পর নামাযের পর পরই মুসল্লিরা মসজিদের ভেতরেই শ্লোগান দেওয়া শুরু করে, তাদের শ্লোগান ছিল - লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ -- বাশশার আদুউল্লাহ
(আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নাই, বাশার আল্লাহর শত্রু)

এরপর বাশার আল-আসাদ শায়খ আরিফীকে হত্যার হুমকি দেয়। ইরানের শীয়া মিডিয়া ও ধর্মযাজকরা তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায়। কিছুদিন পর তিনি মিসরের সামরিক অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে কথা বলেন। তখন সৌদী দালাল রাজপরিবার তাকে কারাগারে পাঠায়।

কিছুদিন পর মিসরের রাজনৈতিক বিষয়ে কথা না বলার শর্তে মুক্তি দেয়।

আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?২৬৩৫